رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

উমরাহ আদায়ের পদ্ধতি

বাংলা

بنغالي

صفة العمرة

মূল

শাইখ আব্দুল ‘আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বায

ح جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ، ١٤٤٦هـ

باز ، عبدالعزيز بن
صفة العمرة - بنغالي. / عبدالعزيز بن باز - ط١. .- الرياض ،
١٤٤٦هـ

٣٣ ص ؛ ..سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١٣٥٨٥
ردمك: ٠-٨٤-٨٥١٧-٦٠٣-٩٧٨

صفة العمرة

উমরাহ আদায়ের পদ্ধতি

শায়খ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

উমরাহ আদায়ের পদ্ধতি

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই, অতঃপর:

এটি উমরার কার্যাবলী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পাঠকের উদ্দেশ্যে তা তুলে ধরা হলো:

যে ব্যক্তি উমরাহ আদায় করতে চায়, সে মীকাতে পৌঁছলে তার জন্য গোসল করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা মুস্তাহাব। নারীরাও অনুরূপ করবে, যদিও সে হায়িয অথবা নিফাসের অবস্থায় থাকে। তবে হায়িয অথবা নিফাস অবস্থায় থাকলে সে পবিত্র হয়ে গোসল করার আগ পর্যন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

ইহরামের কাপড় ব্যতীত পুরুষ তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে। যদি মীকাতে উপস্থিত হয়ে তার গোসল করা সম্ভব না হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। তার জন্য মক্কাতে পৌঁছে তাওয়াফের আগে গোসল করা মুস্তাহাব, যদি তা সম্ভব হয়।

উমরাহ আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি সকল ধরনের সেলাইকৃত পোষাক পরিত্যাগ করে ইযার এবং চাদর পরিধান করবে। চাদর ও ইযার সাদা রঙের এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া মুস্তাহাব।

তবে নারী তার সাধারণ পোষাকে ইহরাম বাঁধবে (তবে নিকাব, বোরকা, হাতমোজা ইত্যাদি খুলে ফেলবে এবং তার চেহারা ও হাতের কব্জি পর্যন্ত মাহরাম নয় এমন পুরুষদের থেকে অন্য কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে) এমন কাপড় যাতে কোন সাজসজ্জা বা প্রদর্শনমূলক আকর্ষণ থাকবে না।

এরপর সে তার অন্তরে 'উমরায় প্রবেশের নিয়ত করবে এবং মুখে “لَبَّيْكَ عُمْرَةً” (লাব্বাইকা 'উমরাতান) অথবা “اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً” (আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা 'উমরাতান) উচ্চারণ করবে। যদি মুহরিম ব্যক্তির আশঙ্কা হয় যে, অসুস্থতা অথবা শত্রুর ভয় বা অনুরূপ কারণে তার পক্ষে হজ বা উমরাহ আদায় করা সম্ভব হবে না, তাহলে তার জন্য ইহরামের শুরুতে শর্ত যোগ করে এ কথা বলা শরীয়তসিদ্ধ:

(فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

উচ্চারণ- "ফা ইন হাবাসানি হাবিসুন, ফা মাহাল্লী হায়সু হাবাসতানী"

অর্থ: “আর যদি আমাকে কোন বিষয় বাধা সৃষ্টি করে, তবে আমাকে যেখানে বাধা সৃষ্টি করবে, সেটিই আমার হালাল হওয়ার স্থান।”

কারণ যবা‘আহ বিনতুয যুবাইর রদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে এমনটি বর্ণিত হয়েছে।

এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত তালবিয়াহ পাঠ করবে, আর সেটি হলো:

(لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ)

উচ্চারণ- "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান-নে'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা শারীকা লাকা"

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি, আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আপনার জন্যই এবং রাজত্বও আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই।”

অতঃপর যখন সে মক্কার পবিত্র মসজিদ আল-হারামে পৌঁছাবে, তখন ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে:

(بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)

উচ্চারণ- "বিসমিল্লাহি ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়া বিওয়াঝহিহিল কারীমি ওয়া সুলত্বানিহিল কাদীম, মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম, আল্লাহুম্মাফ্তাহ্ লী আবওয়াবা রহ্মাতিক।"

অর্থ: “আল্লাহর নামে পা রাখছি, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে। আমি মহান আল্লাহর কাছে এবং তাঁর সম্মানিত চেহারা ও চিরন্তন ক্ষমতার মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তানের থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।”

বাইতুল্লাহতে পৌঁছলে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করবে। এরপর হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)'র দিকে যাবে এবং তার বরাবর দাঁড়াবে, আর সম্ভব হলে তা ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবে এবং চুম্বন করবে। ভিড় করে মানুষকে কষ্ট দেবে না। স্পর্শের সময় (بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) ‘বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার’ বলবে।

যদি চুম্বন করা কষ্টকর হয়, তবে হাজরে আসওয়াদকে হাত বা লাঠি ইত্যাদির মাধ্যমে স্পর্শ করবে এবং যেটি দ্বারা স্পর্শ

করা হবে, সেটি চুম্বন করবে। যদি সেটিও কঠিন হয়, তবে সে কেবল ইশারা করবে এবং বলবে: (اَللّٰهُ أَكْبَرُ) 'আল্লাহু আকবার', কিন্তু যে বস্তু দ্বারা ইশারা করবে, সেটি চুম্বন করবে না।

তাওয়াফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো যে, তাওয়াফকারী বড় ও ছোট সব ধরনের নাপাক অবস্থা থেকে পবিত্র থাকবে; কারণ তাওয়াফ সালাতের মতই, তবে সে সময় কথা বলার অনুমতি রয়েছে।

সে বাইতুল্লাহকে বামে রেখে, সাত চক্করে তাওয়াফ সম্পন্ন করবে, যখন 'রুকনে ইয়ামানী'র বরাবর পৌঁছবে, তখন সম্ভব হলে ডান হাত দিয়ে সেটি স্পর্শ করবে আর বলবে:

(بِسْمِ اللهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ) "বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" তবে চুম্বন করবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তবে তা স্পর্শ করা বাদ দিবে এবং তাওয়াফ চলমান রাখবে, সে ইশারাও করবে না এবং তাকবীরও বলবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা আসেনি।

তবে যখনই হাজরে আসওয়াদের বরাবর আসবে, তখন সে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে এবং চুম্বন করবে যেভাবে আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি, অন্যথায় শুধু ইশারা করবে ও

তাকবীর বলবে। শুধু পুরুষদের জন্য তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে রমল করা (অর্থাৎ কাছাকাছি পা ফেলে দ্রুত গতিতে চলা) মুস্তাহাব।

অনুরূপভাবে পুরুষদের জন্য তাওয়াফে কুদূমের প্রতিটি চক্করে ইযতিবা' করা মুস্তাহাব। ইযতিবা' হচ্ছে: চাদরের মধ্যম অংশ ডান কাঁধের নিচ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে বাম কাঁধের উপরে চাদরের দুই প্রান্ত রাখা।

সাধ্যমত তাওয়াফের প্রতিটি চক্করে বেশি বেশি যিকির ও দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব।

তাওয়াফের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট দু'আ অথবা নির্দিষ্ট যিকির নেই; বরং যে দু'আ ও যিকির সহজ মনে হয় এমন দু'আ ও আল্লাহর যিকির করতে থাকবে। তবে দুই রুকনের (রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ) মাঝখানে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]

উচ্চারণ- "রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুনয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরতি হাসানাহ, ওয়া ক্বিনা আযাবান-নার।"

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন আর আমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।” (আল বাকারাহঃ ২০১)

প্রতিটি চক্করেই এটি পাঠ করবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে।

যদি সম্ভব হয় তবে সপ্তম চক্কর হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা এবং চুমু দেওয়ার মাধ্যমে শেষ করবে। আর যদি সম্ভব না হয় তবে শুধু ইশারা করে তাকবীর বলবে, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ তাওয়াফ শেষে (হজ বা উমরাহ আদায়কারী) তার চাদর পরিধান করবে এবং চাদর দুই কাঁধের উপরে রেখে দুই প্রান্ত বুকের উপরে ঝুলিয়ে দেবে।

এরপর যদি সম্ভব হয় তবে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। আর যদি তা না পারে তবে মাসজিদে হারামের যে কোন স্থানে তা আদায় করবে। এই সালাতে ফাতিহার পরে প্রথম রাকাতে ***সূরা আল-কাফিরুন***, আর দ্বিতীয় রাকাতে ***সূরা আল-ইখলাস*** পাঠ করবে। এটা উত্তম; কিন্তু অন্য কোন সূরা পাঠ করলেও কোন সমস্যা নেই। দুই রাকাত

সালাত থেকে সালাম ফিরানোর পর সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদের দিকে গমন করবে।

এরপর সে সাফার দিকে বের হবে এবং তাতে আরোহণ করবে, অথবা তার নিকট দাঁড়াবে, তবে সম্ভবপর হলে আরোহণ করা উত্তম, এবং সে আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী পাঠ করবে:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: ١٥٨]

“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।” [আল-বাকারাহ: ১৫৮]

কিবলামুখী হওয়া, আল-হামদুলিল্লাহ বলা ও তাকবীর বলা মুস্তাহাব এবং বলবে:

(لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)

উচ্চারণ- "লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওাহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্কু ও লাহুল্ হাম্দু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন কাদীর। লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওাহ্দাহু, আনজাযা ওয়া‘দাহু, ওয়া নাছারা ‘আবদাহু, ওয়া হাযামাল্ আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু।"

“আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব শুধু তাঁরই, সমস্ত

প্রশংসা তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সমস্ত শত্রু দলকে পরাজিত করেছেন।” তারপর দুই হাত উঁচু করে দু‘আ করবে আর এই দু‘আ ও যিকির তিনবার পুনরাবৃত্তি করবে।

তারপর সে নেমে আসবে এবং মারওয়ার দিকে হেঁটে যাবে, যখন প্রথম চিহ্নে (সবুজ বাতিতে) পৌঁছাবে, তখন পুরুষ দ্রুত চলতে শুরু করবে যতক্ষণ না দ্বিতীয় চিহ্নে (সবুজ বাতির শেষ প্রান্তে) পৌঁছায়।

আর মহিলাদের জন্য দ্রুত হাঁটা জায়িয নেই; কেননা তারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে হেঁটে মারওয়াতে আরোহণ করবে অথবা তার নিকট দাঁড়াবে করবে, তবে সম্ভবপর হলে আরোহণ করা উত্তম। সে সাফাতে যা যা বলেছে ও করেছে সেগুলো মারওয়াতেও করবে ও বলবে। এরপর সে নেমে আসবে এবং হাঁটার স্থানে হাঁটবে আর দ্রুত চলার স্থানে দ্রুত চলে সাফাতে পৌঁছবে। এভাবে সে সাতবার করবে, তার যাওয়া একটি চক্কর এবং ফিরে আসা আরেকটি চক্কর হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি

সে (বাহনে) আরোহী অবস্থায় সায়ী করে, তাহলে কোন সমস্যা নেই বিশেষত যদি কোন প্রয়োজন থাকে।

সায়ী অবস্থায় সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি বেশি দু'আ ও যিকির করা এবং বড় ও ছোট উভয় নাপাকি থেকে পবিত্র অবস্থায় সায়ী করা মুস্তাহাব। তবে যদি অযুবিহীন অবস্থায় সায়ী করে, তাহলেও তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

যখন সায়ী পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন পুরুষেরা হলক (চুল মুণ্ডানো) বা কসর (চুল ছোট করা) করবে। তবে হলক করা উত্তম। আর যদি তার হজের উদ্দেশ্যে মক্কাতে আগমন কাছাকাছি সময়ে হয়ে থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্রে কসর করা উত্তম, যেন হজের শেষে সে তার বাকী চুলগুলো হলক করতে পারে। আর মহিলারা তাদের চুলগুলোকে একত্রিত করে সেখান থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ বা তার থেকে অল্প পরিমাণ কেটে ফেলবে। উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো কোন মুহরিম ব্যক্তি সম্পাদন করলে তার উমরাহ সমাপ্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। এরপর তার উপর ইহরাম বাঁধার কারণে যা কিছু হারাম ছিল, সেগুলো হালাল হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ আমাদের এবং সকল মুসলিম ভাইদের তাঁর দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও তাতে দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন এবং সবার থেকে (আমল) কবুল করুন। নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও সুমহান দয়ালু।

আর আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসুল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ এবং কিয়ামাত পর্যন্ত সৎভাবে তার অনুসরণকারীদের প্রতি শান্তি ও রহমত নাযিল করুন!

সংক্ষিপ্ত উমরাহর কার্য বিবরণী

এটি সম্মানিত শাইখ ইবন বায (রহিমাহুল্লাহ)-এর কার্যালয় থেকে ১৩/২/১৪১৬ হিজরিতে প্রকাশিত হয়েছে।

(মাজমূ‘ঊ ফাতাওয়া ও মাকালাত, শাইখ ইবনু বায, ১৭/৪২৫)

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

رسالة الحرمين

হারামাইন বার্তা

উল-হারাম এবং মসজিদে নববী অভিমুখী যাত্রীদের জন্য
নির্দেশিকা বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাষায়.

978-603-8517-84-0